অরুণ বরুণ কিরণমালা



শৈলেন ঘোষ



অরুণ বরুণ কিরণমালা

অরুণ-বরুণ-কিরণমালা

শৈলেন ঘোষ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড   কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ মার্চ ১৯৬৪ সপ্তম মুদ্রণ জানুয়ারী ১৯৮৬

অলঙ্করণ ও প্রচ্ছদ বিমল দাস

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য আট টাকা

যাদের সুন্দর অভিনয়ে
অরুণ-বরুণ-কিরণমালা পুরস্কার পেয়েছে
সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির,
সেই ছোট্ট বন্ধুদের

বাংলা দেশের একটি রূপকথার গল্প 'কিরণমালা'। রূপকথার যাদুকর দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার গল্পটিকে সংকলন করে রেখেছেন তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে। 'কিরণমালা'র ছায়া নিয়ে রচিত হয়েছে 'অরুণ-বরুণ-কিরণমালা' শিশু-নাটিকা। মণিমেলা মহাকেন্দ্র নাটিকাটি মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নেন গত বছর এবং নাটিকাটির পরিচালনার দায়িত্ব দেন নাটক-রচয়িতার ওপর। ভারত সরকারের সংগীত-নাটক-আকাদেমির বিচারে 'অরুণ-বরুণ-কিরণমালা' সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজিত শিশু-নাটিকা রূপে পুরস্কৃত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের এ মর্যাদা ভারতবর্ষে এই সর্বপ্রথম একটি শিশু-নাটিকা লাভ করায়, 'অরুণ-বরুণ-কিরণমালা' বাংলার নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায় চিহ্নিত করেছে।

এক

তপোবন। তপোবনের রাত শেষ হয়ে আসছে তখন। রাতের ঝিকিমিকি তারা, আকাশের কপাল থেকে টুপ-টুপ করে নিভে যাচ্ছে—একটি একটি। ভোরের আলো ফুটছে ধীরে ধীরে। কারা যেন গান গাইছে অনেকদূরে। অস্পষ্ট সুর তার ভেসে ভেসে হারিয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। আবির ছড়িয়ে গেল আকাশে। সূর্য উঠছে। আলোর ঝিলমিল গাছের পাতার ওপর দুলে উঠল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। একটু দূরে একটি ছোট্ট কুটির। গাছ-গাছালির আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু দূরে একটি নদী। একেবারে কাছে—গাছে গাছে ফুল—লাল, নীল, হলুদ। সেই ফুলের বনে, ফুলের মত একটি মেয়ে, ছোট্ট ফুটফুটে, হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে ঢুকল। তার হাতে ফুলের সাজি। তার গায়ে ফুলের সাজ। পরণে ছোট্ট শাড়ি—হলুদ বরণ। তার নাম কিরণমালা। কিরণমালা তার ফুলের সাজিতে ফুল তুলছে আর দুলছে। এমন সময় একটি পাখি ডাকল—টুই-টুই। থমকে দাঁড়াল কিরণমালা। চমকে চাইল গাছের দিকে। দুটি চোখ এদিক ওদিক মেলে খুঁজল যেন পাখিটাকে। না, দেখতে পেল না। আবার সে ফুল তুলবে। ঘুরে দাঁড়াল। আবার পাখি ডেকে উঠল—টুই-টুই। ফুল তোলা আর হল না।

কিরণমালা

গাছের দিকে চোখ মেলে ডাক দিল

কই, কই, কইরে আমার
লাল মনুয়া মিষ্টি?
চুপটি করে লুকিয়ে আছ
যায় না আমার দিষ্টি!

হঠাৎ গাছের আড়ালে দেখা দিল পাখি, কিন্তু কিরণমালার চোখের আড়ালে সে লুকিয়ে রইল।

পাখি

এই তো আমি ছোট্ট পাখি
সবুজ পাতার ফাঁকে,
ঐ তো তুমি কিরণমালা,
সক্কলে তাই ডাকে।

পাখির কথা শুনে কিরণমালা যেই চটপট তার দিকে ঘুরেছে, অমনি পাখি গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

কিরণমালা

একবার এদিক চাইল, ওদিক দেখল

ছোট্ট পাখি, ছোট্ট পাখি
কোথায় তুমি গাইছ,
কোত্থেকে ভাই লুকিয়ে বসে
আমার দিকে চাইছ?

পাখি আবার পাতায়-পাতায় লুকোচুরি খেললে।

পাখি

বলব না তো, বলব না!
অরুণ যদি আসে,
বরুণ ভালবাসে,
দেখতে আমায় তখন পাবে,
তার আগে তো বলব না!

ঠিক সেই সময় শোনা গেল কে যেন ছুটতে ছুটতে আসছে। ছুটতে ছুটতে একটি ছোট্ট ছেলে এল। তার নাম অরুণ। পরণে কাপড়। মালকোচা মারা। ফুটফুটে দেখতে। পাখির কথা শুনতে পেয়ে সে ছুটে ছুটে আসছে।

অরুণ

ছুটে এসে কিরণমালার হাত ধরল

এই তো আমি!

কিরণমালা

অরুণের মুখের দিকে চাইল। চোখ দুটি নাচছে খুশিতে

অরুণদাদা!

বনের আর এক দিক থেকে ছুটতে ছুটতে আর একটি ছোট্ট ছেলে ঢুকল। অরুণের চেয়েও সে ছোট্ট। মুখের আদলটিও অরুণের মত। অরুণের মত সেও কাপড় পরেছে। তার নাম বরুণ।

বরুণ

ছুটতে ছুটতে এসে কিরণমালার হাত দুটি জড়িয়ে ধরল

এই তো আমি!

কিরণমালা

আরও খুশি হল

বরুণদাদা!

তিনজনে নেচে উঠল খুশিতে ভোরের আলোয়, ফুলের বনে। নাচতে নাচতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কিরণমালা। হাসি-মুখ তার হঠাৎ যেন ভার হয়েছে।

অরুণ

তাই দেখে ছুটে এল কিরণমালার কাছে

কী হয়েছে কিরণমালা বোনটি?

বরুণ

সকাল বেলায় ভার কেন আজ মনটি?

কিরণমালা

ঐ দেখ না সবুজ পাতার ফাঁকে,
চুপটি করে লুকিয়ে বসে
লাল মনুয়া ডাকে,
দিচ্ছে না যে দেখা,
আমার লাগছে বড় একা!

অরুণ-বরুণ গাছের দিকে তাকিয়ে লাল মনুয়া পাখিকে খুঁজতে লাগল।

অরুণ

দেখতে পেল না পাখিকে

কোথায় গেল সত্যি!

বরুণ

লাল মনুয়া রত্তি!

পাখি

দুষ্টুমি করে পাতায়-পাতায় নেচে উঠল

এই তো আমি, এই তো আমি
লাগল চোখে ধোঁকা,
অরুণ, বরুণ বোকা,
ছিঃ ছিঃ!

অরুণ

আদর করে ডাকল

লাল মনুয়া, লাল মনুয়া
লুকিয়ে কেন আছ?
সবুজ পাতায় দোদুল দুলে
একবারটি নাচ।

বরুণ

নাচন-নাচন পাখি আমার
লক্ষ্মী সোনা তুমি,
তোমার গলায় দুলিয়ে দেব
ঝুমঝুম ঝুমঝুমি।

কিরণমালা

ঝুন-ঝুন-ঝুন রুপোর নূপুর
গড়িয়ে দেব পা'য়,
দাও না দেখা ভাই?

পাখি

অত করে বলছ যখন
দেখা দিতে পারি,
আমার একটি কথা রাখবে বল?
নইলে পরে আড়ি!

কিরণমালা

খুশিতে উছলে গেল মুখখানি
ঠিক ঠিক ঠিক,
রাখব কথা ঠিক।
আগে শুনি কী-তা
লাল মনুয়া মিতা?

পাখি

বল একটি আমায় নাচ দেখাবে তোমরা,
ফুলে ফুলে যেমন নাচে ভোমরা!

কিরণমালা

সারা মুখখানি হাসিতে-খুশিতে ভরে গেছে

সে তো খুব সুন্দর মজা!

বরুণ

আনন্দে দুলে উঠল

একেবারে সোজা!

অরুণ

নাচতে-নাচতে ছুটতে লাগল

হাসির মত ছড়িয়ে দেব তান,
ঝুন-ঝুন-ঝুন-ঝুন—

কিরণমালা

নাচের তালে তুমিও যদি
গাইতে পার গান—
গুন-গুন-গুন-গুন।

পাখি

বেশ তো আমি গাচ্ছি।

কিরণমালা

আমরাও বেশ নাচছি।

পাখি গাছের আড়ালে পাতার ফাঁকে বসে গান গাইছে, আর অরুণ-বরুণ-কিরণমালা নাচছে :

দোল দোল ডালে ডালে লুকোচুরি খেলা,
সবুজ-সবুজ ছায়া, ফুলের মেলা।
গুন গুন গানে গানে হাসে সোনা দিনটি,
ঝুন ঝুন নাচে সুখে ভাইবোন তিনটি।
অরুণ-বরুণ-কিরণমালা,
তিন ভুবনে প্রদীপ জ্বালা—তিনটি।

গান শেষ হল পাখির। নাচ শেষ হল অরুণ-বরুণ-কিরণমালার।

কিরণমালা

লাল মনুয়া লাল মনুয়া,
নাচ তো হল শেষ—
এবার দাও না দেখা বেশ।



পাখি

আগের মতই গাছের ডালে লুকিয়ে বসে

নাচ তো দেখে জুড়িয়ে গেল মন,
ভরে গেল আনন্দে যে বন।
আর একটি কথা বলতে যদি পার
আমার দেখা পাবেই পাবে
নইলে পরে হারো!

অরুণ

লাল মনুয়া, লাল মনুয়া,
দুষ্টু তুমি ভারি,
সকাল থেকে খুনসুটি
আর বায়না গাড়ি গাড়ি!

কিরণমালা

বেশ, বেশ, বেশ,
এই বারটি শেষ।
শেষ কথাটি শুনে তোমার
দেখা পেলাম আচ্ছা
নইলে জেনো সাচ্চা
আড়ি, আড়ি, আড়ি,
চলে যাব বাড়ি!

পাখি

শেষ কথাটি শোন,
যেন রাগ করো না কোন।
এই যে সবুজ গাছের ডালে
আমার ছোট্ট বাসা,
এই তো আমার আশা!
এইখানে যে পেলাম আমি
মায়ের ভালবাসা।

আচ্ছা কে তোমাদের বাবা,
আর কে তোমাদের মা?
আমি জানতে পারি না!
কে তোমাদের আপন,
আর কে তোমাদের পর?
কোন সুদূরে ঘর?
বলতে পারে যে—
আমার দেখা পাবেই পাবে সে।

অরুণ, বরুণ, কিরণমালা থতমত খেয়ে যাবে। থমকে এ-ওর মুখ চাওয়া-চায়ি করবে।

অরুণ

অনেকখানি অবাক হয়েছে। গলা দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না

কী বললে লাল মনুয়া, কে আমাদের বাবা?

পাখি

হুঁ, হুঁ!

বরুণ

কে আমাদের মা?

পাখি

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

কিরণমালা

চোখ দুটি তার ছলছল করছে

আমরা তা তো জানি না।

অরুণ

মোদের গুরু, মোদের পিতা
সন্ন্যাসীকেই জানি।

পাখি

না, না, না।
ঐ যে কুটির ছায়ায়-ঘেরা
নয় তোমাদের ঘর।
সন্ন্যাসী যে বসে বসে জপেন জপমালা,
তিনিও জেনো পর।
তোমরা যেন সবুজ বনে
হারিয়ে যাওয়া ফুল,
যা ভেবেছ, যা করেছ
সব জেনো ঠিক ভুল!
বল কে তোমাদের বাবা?
শুনি কে তোমাদের মা?
বলতে যদি পার,
আমার দেখা তখন পাবে,
তার আগে না না।

অরুণ, বরুণ, কিরণমালা যেন নিমেষের মধ্যে বোবা হয়ে গেল। আর যেন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তাকিয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে ছল ছল চোখে এ-ওর দিকে। এমন সময় পায়ের শব্দ ভেসে এল সন্ন্যাসীর। সন্ন্যাসীর আসার সাড়া পেয়ে—অরুণ, বরুণ, কিরণমালা ধীরে ধীরে বসে পড়ল গাছের ছায়ায়—মাথা নিচু করে। আর ভাল লাগছে না তাদের। সন্ন্যাসী তাদের ঐভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক হলেন। আদর করে ডাকলেন:

সন্ন্যাসী

অরুণ, বরুণ, কিরণমালা,
আহা সোনার আলোর কিরণ ঢালা!

অরুণ, বরুণ, কিরণমালার মুখে কোন উত্তর নেই। সন্ন্যাসী আরও অবাক হলেন। কাছে এগিয়ে গেলেন। মাথায় হাত দিলেন একে একে তিনজনের।

সন্ন্যাসী

অরুণ, বরুণ, কিরণমালা,
বলছ না যে কথা,
মনে হঠাৎ কিসের ব্যথা?

কিরণমালার চোখের দিকে হঠাৎ নজর গেল

কিরণমালার চোখে এ যে,
মুক্তামালা দেখি!
কী হয়েছে লক্ষ্মী মেয়ে?
কাঁদছ কেন একি!

কিরণমালা

চোখ দিয়ে জল উপচে পড়ল

গুরুদেব, কে আমাদের মা?

অরুণ

কে আমাদের বাবা?

বরুণ

কে আমাদের আপন
আর কে আমাদের পর?

কিরণমালা

কোথায় মোদের ঘর?

চমকে উঠলেন সন্ন্যাসী। থমকে দাঁড়ালেন। ভাবলেন এক নিমেষ। দূরে নদীর দিকে তাকালেন। আপন মনে বললেন :

সন্ন্যাসী

মা? তোমাদের বাবা? তোমাদের ঘর? আমিও তো জানি না! আমিও তো তাই ভাবি।

তিনজনে

মানে!

সন্ন্যাসী

চিন্তা করতে করতে

মানে? মানে? তবে শোন

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত তপোবনে অন্ধকার নেমে এল। কালো মিশমিশে জমাট অন্ধকার। চোখে দেখা যায় না কিছু। ধীরে ধীরে যখন অন্ধকার কাটল, আলো ফুটল, তখন দেখা গেল সেখানে তপোবন আর নেই। না কুটির, না ফুলবন। না আছে অরুণ, বরুণ, কিরণমালা। সেখানে নদী। নদীর জল ছলছল। নদীর ঢেউ উঠছে নামছে। আর সেই নদীর জলে সকালের সোনালী আলো দোদুল-দুল দুলছে। সন্ন্যাসী সেই নদীতে স্নান করছেন।

সন্ন্যাসী

নদীর জলে স্নান করতে করতে

এই নদী। একদিন সকালে স্নান করছি।

দেখা গেল নদীর জলে একটি পাত্র ভেসে আসছে

হঠাৎ একটি মাটির পাত্র ভেসে এল।

মাটির পাত্রের দিকে তাকালেন। চমকে উঠলেন

একি! দেখলাম তার ভিতর একটি শিশু! আহা! যেন দেব-শিশু। বুকে তুললাম। নাম দিলাম—অরুণ!

আবার অন্ধকার নেমে এল। আলো ফুটলে দেখা গেল নদীর ওপর দিয়ে এক ঝাঁক বক উড়ে যাচ্ছে। সন্ন্যাসী স্নান করছেন।

সন্ন্যাসী

এক বছর কেটে গেল। সেদিনও স্নান করছি নদীর জলে। নদী সেদিনও ছলছল-টলটল।

দেখা গেল নদরী জলে আর একটি পাত্র ভেসে আসছে

সেদিনও দেখি আর একটি পাত্র ভেসে আসছে নদীর জলে।

চেয়ে দেখলেন পাত্রের দিকে

অবাক কান্ড! তাতে আর একটি শিশু। তার চোখে যেন স্বর্গের নীল। আহা! বুকে নিলাম। নাম দিলাম বরুণ।

সঙ্গে সঙ্গে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল নদী। আলো ফুটলে দেখা গেল আকাশে মেঘ ছুটেছে। আর নদীতে সন্ন্যাসী স্নান করছেন।

সন্ন্যাসী

আর এক বছর চলে গেল। সকালের মেঘের ছায়া নদীর জলে ভালবেসে ছড়িয়ে গেছে। স্নান করছি।

দেখা গেল একটি খেলার নৌকা ভেসে আসছে

দেখি নদীর জলে নৌকা! কিসের নৌকা? আহা রে খেলার নৌকা এইটুকু। নৌকা দুলছে। চেয়ে দেখি তার সঙ্গে আর দুলছে একটি মেয়ে ছোট্ট এতটুকু। ফুল তুকতুক, লাল-টুকটুক। বুকে নিলাম। নাম দিলাম কিরণমালা।

আবার অন্ধকার। ধীরে ধীরে আবার যখন আলো ছড়িয়ে গেল—দেখা গেল সেই তপোবন। সেখানে আগের মতই অরুণ, বরুণ, কিরণমালা রয়েছে। আর রয়েছেন সন্ন্যাসী।

অরুণ

ছুটে গেল সন্ন্যাসীর কাছে। একটি হাত ধরল

তারপর ?

বরুণ

ছুটে এল সন্ন্যাসীর কাছে। একটি হাত ধরল

এরপর ?

সন্ন্যাসী

বড় করেছি বুকে করে আর ভেবেছি যেদিন তোমরা জানবে, আমি তোমাদের কেউ নই, সেদিন তোমাদের ছেড়ে, ঐ কুটির ছেড়ে, আমি চিরদিনের জন্যে গভীর বনে চলে যাব। আর কোনদিন ফিরব না। আজ সেইদিন এসেছে।

তিনজনে

হকচকিয়ে সন্ন্যাসীকে জড়িয়ে ধরবে

না

কিরণমালা

না, না, তোমাকে যেতে দেব না। তুমি চলে গেলে আমরা কার কাছে থাকব। আমাদের যে কেউ নেই!

সন্ন্যাসী

শান্তগলায় মিষ্টি সুরে আদর করলেন

কে বললে তোমাদের নেই! তোমাদের সব আছে। এই বন, ঐ কুটির, গাছের পাখি, বনের পশু সব তোমাদের। আমি সন্ন্যাসী। আমি একবার যা মনে মনে ভেবে রেখেছি, আমাকে তা করতেই হবে। আমি তোমাদের সব দিয়ে গেলাম।

অরুণ, বরুণ, কিরণমালার চোখ ছলছল করছে। সন্ন্যাসী ওদের মাথায় হাত দিলেন

তোমরা সুখী হও। সুখী হও।

অরুণ, বরুণ, কিরণমালা সন্ন্যাসীর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। চোখের জলে সন্ন্যাসীর পা ভিজে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল তপোবন।

দুই

এ দিকটা তপোবনের আর একদিক। বনের একটু দূরে। সেদিন আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে। কালো মেঘে থমথম করছে বন। ঝুনঝুন করে কারা যেন নেচে নেচে আসছে এদিকে। বনের পাশে পাহাড়। পাহাড়তলির একদল ছেলেমেয়ে নাচতে নাচতে এল সেখানে। মেঘ দেখে খুশিতে ওরা উছলে উঠেছে। এমন সময় ঝিলিক দিল আকাশে। বন কাঁপিয়ে বাজ পড়ল কড়-কড়-কড়াৎ। আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল কার যেন ঘোড়া ছুটে আসছে। টগবগ-টগবগ। পাহাড়তলির ছেলেমেয়েরা নাচতে নাচতে থমকে গেল। দেখল তারা ঘোড়ার পিঠে রাজা। পিছিয়ে গেল তারা—খানিকটা ভয়ে, অনেকটা অবাক হয়ে।

রাজা

একজনের কাছে এগিয়ে গেলেন

আমি রাজা শিকার খোঁজে
বনে বনে যাই,
কোথাও হরিণ, কোথাও ময়াল
খুঁজে নাহি পাই!

একজন মেয়ে

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে সে

রাজামশায় শিকার খোঁজার
সময় এটা নয়তো,
আকাশে ঐ জুটছে দেখুন
ঝড়ো মেঘের ভয় তো!

রাজা

বুক ফুলিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন

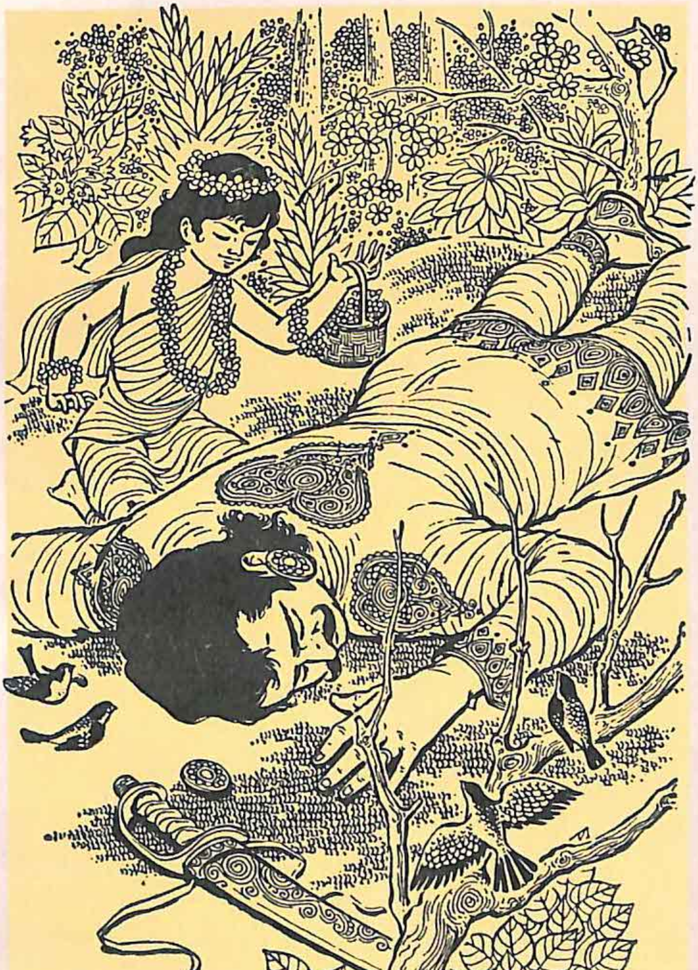
ভয় করি না ঝড়কে আমি
ঝড় তো আমার খেলনা,
রাক্ষুসী ঐ ঝড়ের ঝুঁটি
রাজার কাছে ফেলনা!

একজন ছেলে

রাজার কাছে এগিয়ে এসে তপোবনের দিকে আঙুল দেখাল

তবে ঐ যে কুটির ছায়ায় ঘেরা
ঐখানেতে যান,
বনের ছায়ায় হরিণশিশু
পাবেন যতই চান।

আবার বাজ পড়ল কড়-কড়—কড়াৎ। রাজার ঘোড়া ছুট দিলে। পাহাড়-তলির ছেলেমেয়েরা দৌড় মারল। দুটো বাঁদর লাফিয়ে পড়ল গাছ থেকে। আনন্দে নাচন-কোদন লাগিয়ে দিলে। আবার বাজ পড়ল কড়-কড়-কড়াৎ। পালাল বাঁদর দুটো। ক'টা হরিণ ছুটল ভয়ে-ভয়ে লাফাতে লাফাতে। একটা ময়ূর এল কোত্থেকে পেখম তুলে। সবুজ বনে ঝড়ের দিনে রঙিন পাখার দোলন লাগল। আবার আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক দিল। ময়ূরটাও ছুট দিলে। আর ঠিক তক্ষুনি ঝড় উঠল। বন কাঁপিয়ে, গাছ দুলিয়ে—হু-হু শব্দে। সেই ঝড়ে ছুটতে ছুটতে রাজা ঢুকেছেন। ঝড়ের ঝাপটায় দিশেহারা হয়ে গেছেন তিনি। আশ্রয় খুঁজছেন এদিক ওদিক। ঝড়ের ধুলো চোখে লাগছে। দেখতে পাচ্ছেন না কিচ্ছু। গাছে ধাক্কা লেগে টলে পড়লেন। এমন সময় একটা আকাশছোঁয়া গাছ ভেঙে পড়ল—ভীষণ আওয়াজ হল মড়-মড়-মড়। সঙ্গে সঙ্গে কড়-কড়-কড়াৎ



আবার বাজ পড়ল। রাজা পড়ি-মরি করে ছুট দিলেন। সমস্ত বন নিমেষে অন্ধকার হয়ে গেল।

আবার যখন আলো ফুটল দেখা গেল ঝড়ের সঙ্গে বিষ্টি নেমেছে ঝমঝমিয়ে। রাজা একবন থেকে আর একবনে চলে এসেছেন। ঝড়ের ঝাপটায়, জলের তোড়ে নাস্তানাবুদ রাজা। আর পারছেন না। টলে টলে পড়ছেন। হাঁপাচ্ছেন। হাঁকছেন। কারো সাড়া নেই। রাজা পড়ে গেলেন মাটিতে। রাজা অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

একটু পরে ঝড় থামল। বিষ্টি ধরল। রাজা অজ্ঞান হয়ে পড়েই রইলেন। ধীরে ধীরে রাত এল। রাত গড়িয়ে সকাল এল। তবু রাজার জ্ঞান এল না। আকাশ যখন ভোরের আলোয় রাঙিন হয়েছে, তখন কিরণমালা সেখানে ফুল তুলতে এল। আনমনে সে ফুল তুলছে, আর দুলছে। এমন সময় হঠাৎ তার নজরে পড়ল—কে যেন বনের মাঝে শুয়ে আছে! অবাক হল কিরণমালা। এগিয়ে গেল। গায়ে হাত দিল। ডাকল। সাড়া পেল না। ভয় পেল। তাদের কুটিরের দিকে চেয়ে ডাকলে—

কিরণমালা

অরুণদাদা, বরুণদাদা,
এস শিগগির,
দেখ বনের মাঝে পথ হারিয়ে
শুয়ে এ কোন বীর!

সঙ্গে সঙ্গে অরুণ, বরুণ ছুটে ছুটে এল। তারাও দেখল। তারাও অবাক হল। ভয় পেল। ছুটে গেল অরুণ জল আনতে। কাছে এল বরুণ মাথায় হাত বুলাতে। তিনজনে সেবা করতে লাগল। একটু পরেই রাজার জ্ঞান এল। রাজা চমকে উঠলেন। ধীরে ধীরে বসলেন। চারিদিক ক্লান্ত চোখে দেখলেন।

রাজা

অবাক হয়ে তাকালেন

কোথায় আমি ?

অরুণ, বরুণ, কিরণমালাকে দেখে

তোমরা কারা ?

অরুণ

আমি অরুণ

বরুণ

আমি বরুণ

কিরণমালা

আমি কিরণমালা।
আমরা এই বনেতে থাকি।
আপনি কেবা
জানতে পারি তা কি ?

রাজা

উঠে দাঁড়ালেন অনেক কষ্টে

আমি ? আমি এক দুঃখী রাজা।

তিনজনে

ভীষণ অবাক হয়ে পিছিয়ে গেল

রাজা!

বরুণ

গলা দিয়ে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে এল

দুঃখী কেন?

কিরণমালা

শুনি রাজার আছে মস্ত বাড়ি, জুড়ি গাড়ি
হাতি ঘোড়া কত,
মুক্তা মানিক পান্না চুনি
ছড়িয়ে শত শত!
রাজবাড়ি তো রানী মায়ের
হাসি দিয়ে ভরা,
রাজার ছেলে, রাজার মেয়ে
সোনায় যেন গড়া!

রাজা

দুঃখে গলা ভার

সব যে আমার হারিয়ে গেছে
আনন্দ আর আলো,
ঘর যে আমার শূন্য পড়ে
ছায়ায় কালো-কালো!

অরুণ

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছে

হারিয়ে গেছে সব!

বরুণ

রাজার কাছে এগিয়ে গেল

আমরা কি করতে পারি?

রাজা

একবার অরুণের মাথায় হাত দিয়ে, একবার বরুণের চিবুক ছুঁয়ে আর কিরণমালাকে আদর করে

তোমরা যা করেছ, এই করেছ বেশ,
এর নাই তো কোন শেষ।
তোমরা যা দিয়েছ সেবা,
তার মূল্য দেবে কেবা!
আমার ফিরিয়ে দিলে প্রাণ,
আমি কী দেব আজ দান?

অরুণ

না না চাই না কোন দান,
আমরা চাই না কোন দান,
বনের সবুজ ছায়ার মত
সেবাই মোদের গান।

রাজা

আহা! কে শেখাল এমন কথা,
কে শেখাল শুনি?
কই তোমাদের পিতামাতা
কোথায় তাঁরা গুণী?

হঠাৎ অরুণ, বরুণ, কিরণমালার মুখ যেন শুকিয়ে গেল। কোন কথার উত্তর না দিয়ে চমকে এ-ওর মুখ চাওয়া-চায়ি করলে।

রাজা

হঠাৎ অরুণ, বরুণ, কিরণমালার মুখের দিকে নজর পড়ল

কী হয়েছে, কী হয়েছে?
ভয় পেয়েছ যেন!
চমকে ওঠ কেন?

কিরণমালা

চোখ ছলছল করে উঠল

আমাদের নেইকো বাবা, নেইকো যে মা,
নেইকো আপন পর,
বনের মাঝে ঐ যে কুটির
ঐ আমাদের ঘর।

রাজা

অবাক হলেন

নেইকো বাবা নেই!
আহা মায়ের আদর নেই!
আমার সঙ্গে চল তবে
আমার কাছে থাকবে,
তোমরা আমায়
আপন বলে ডাকবে?

কিরণমালা

রাজামশাই, রাজামশাই,
কেমন করে হবে?
এই বনের পাখি, বনের হাসি,
তারা কোথায় রবে?

অরুণ

এই আমাদের ভালো

বরুণ

এই আমাদের আনন্দ
আর এই আমাদের আলো।

রাজা

বেশ তা হলে একটি কথা রাখবে?
কোনদিন কিছুর প্রয়োজনে,
যদি বা আমায় পড়ে মনে,
সেদিন আমায় ডাকবে?

অরুণ, বরুণ, কিরণমালা এক সঙ্গে হাত যোড় করলে

অরুণ

আহা! অনেক বড় আপনি রাজা
দয়ায় ভরা মন,
আপনি গুণী দুঃখীজনের ধন।

তিনজনে এক সঙ্গে নমস্কার করল রাজাকে। রাজা সবার মাথায় হাত দিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। অরুণ, বরুণ, কিরণমালা এগিয়ে গেল তাঁর সঙ্গে কয়েক পা, তারপর ফিরে এল। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তিনজন। একটা কেমন যেন থমথমে ভাব। তিন জনে চাইছে এ-ওর মুখের দিকে।

কিরণমালা

আপন মনে বলল

কে আমাদের বাবা,
কে আমাদের মা,
জানতে সবাই চায়
আমাদের কিচ্ছু বলার নাই!

অরুণ

যে গাছে লাল মনুয়ার বাসা সেইদিকে তাকাল একবার, তারপর কিরণমালার কাছে এল

কিরণমালা বোন,
আজ সকাল থেকে বলছে আমার মন,
ঐ লাল মনুয়া দুষ্টু সোনা
ঠিক জানে, ঠিক জানে,
কোথায় বাবা, কোথায় আহা!
মা আছে কোনখানে!

কিরণমালা

হঠাৎ খুশিতে চোখ দুটি চিকচিক করে উঠল

দুষ্টু সোনা, লাল মনুয়া পক্ষী,
জানে নাকি লক্ষ্মী?
আমি জিগেস করি তবে!

গাছের কাছে এগিয়ে গেল, গাছের দিকে তাকিয়ে খুব আব্দার করে জিজ্ঞেস করল

লাল মনুয়া, ভাইটি আমার, লক্ষ্মী আমার
সোনা আমার মানিক,
তাকাও না-ভাই খানিক?

পাখি

আগের মতই গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল

কী বলছ, কিরণমালা?

কিরণমালা

তুমি নাকি ভাই জান, কোথায় আমাদের মা আছে, বাবা আছে?

পাখি

না, না! কে বলল?

কিরণমালা

জান তো ভাই, বল না?

পাখি

সত্যি বলছি, বিশ্বাস কর, আমি জানি না। তোমাদের বাবা আর মার কথা আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল বলেই, সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম।

কিরণমালা

হতাশ হয়ে অরুণের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে

তবে?

পাখি

তবে হদিশ আমি একটা বলে দিতে পারি, কিন্তু তোমরা কি পারবে ?

তিনজনে

পাখির কথা শুনে অত্যন্ত আগ্রহে চেঁচিয়ে উঠল

হ্যাঁ পারব, ঠিক পারব!

পাখি

আবার একবার জিজ্ঞেস করলে

পারবে ঠিক ?

তিনজনে

হ্যাঁ!

পাখি

তাহলে শোন। এখান থেকে যোজন দূরে তোমাদের যেতে হবে। যোজন দূরে গিয়ে দেখবে, একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘর। কুঁড়ে ঘরে বসে বসে এক খুনখুনে বুড়ি আনমনে গান গাইছে। গান শুনতে শুনতে দেখো বুড়ির চোখের সামনে যেন যেও না। তাহলেই ব্যস! বুড়ির চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুবে—আর তোমরা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!

কিরণমালা

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল

তা হলে কী হবে ভাই লাল মনুয়া!

পাখি

কিচ্ছু হবে না। সব বলে দিচ্ছি। তোমাদের কী করতে হবে জানো?

তিনজনে

কী করতে হবে ভাই?

পাখি

করতে হবে কী—পেছন দিক দিয়ে চুপি চুপি গিয়ে টুপ করে বুড়ির পাকা চুলে একটি ফুল বেঁধে দিতে হবে!

বরুণ

ফুল! কেন ভাই লাল মনুয়া!

পাখি

ফুল বেঁধে দিলে যে বুড়ির চোখ দিয়ে আর আগুন বেরুবে না!

অরুণ

আগুন বেরুবে না?

পাখি

না! ফুল দেখে বুড়ি খুব খুশি হবে। আদর করবে তোমাদের তোমরা যা জিজ্ঞেস করবে সব বলে দেবে।

বরুণ

খুব অবাক হল

তাই নাকি!

পাখি

গেলে বুঝবে—তাই কি না!

কিরণমালা

খুশিতে-হাসিতে উছলে নেচে উঠল

লক্ষ্মী তুমি লাল মনুয়া,
লক্ষ্মী তুমি সত্যি
ছোট্ট তোমার বুকখানি ভাই
মুক্তা মানিক ভর্তি!

তারপর অরুণ, বরুণ, কিরণমালা তিনজনে একসঙ্গে নেচে উঠল

তিনজনে

নাচতে নাচতে

বেশ, বেশ, বেশ,
আমরা যাচ্ছি যে সেই দেশ।
যোজন দূরে যাব,
বুড়ির দেখা পাব,
বলে দেবে বুড়ি
কোথায় মায়ের দেখা পাব।

তিনজনে নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল। পাখি ডাকল টুই-টুই।

তিন

একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘর। এক কোণে একটা মাদুর, ছেঁড়া কাঁথা। ভাঙা পাখা। একটা কুলো। কলসি। ঘটি। আর একদিকে ঝাঁটা। দেওয়ালে টাঙানো ঝুলি, তাতে—সাত-সতের জিনিস। একটা বুড়ি বসে ছিল। বসে বসে গান গাইছিল ছড়া কেটে কেটে। বুড়ি গান গাইতে গাইতে দাঁড়াল। কাঁপতে কাঁপতে নাচতে লাগল। ঠিক সেই সময়ে অরুণ, বরুণ, কিরণমালা চুপি চুপি, লুকিয়ে লুকিয়ে বুড়ির ঘরে এল।

বুড়ির ছড়া

দাঁড় কাক, দাঁড় কাক, ঠ্যাঁ দুটো কাঠি
ঠুক ঠুক পায়ে-পায়ে খুট খুট হাঁটি।
হাঁটি হাঁটি পা-পা দিন গেল হুস,
ভাঙা দাঁতে ডাঁটা খাবে নেই তার হুঁস।
হাঁসফাঁস হাঁসফাঁস পেট ফোলা ব্যাঙ,
চিৎ হয়ে পড়ে আছে ড্যাং ড্যাং ড্যাং।
পেটে মারি লাথি,
লাথি খেয়ে সোনা ব্যাঙ হয়ে গেল হাতি!

গান শেষ করে বুড়ি ধপাস করে বসে পড়ল, আর ঠিক তক্ষুনি কিরণমালা একটি ফুল নিয়ে বুড়ির চুলে বেঁধে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রঙিন আলোয় বুড়ির ঘর ভরে গেল।

বুড়ি

চটপট উঠে দাঁড়াল; অরুণ, বরুণ, কিরণমালাকে দেখতে পেয়ে তেড়ে গেল

কে রে? কে রে? কে রে?

অরুণ

ভয় পেল না। শান্ত গলায় বললে

অরুণ, বরুণ, কিরণমালা,
আমরা ভাইবোন।

বরুণ

আমরা অনেক দূরে থাকি।

কিরণমালা

আমাদের নেইকো আপনজন।

বুড়ি

রাগটা সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে গেল। ওদের দিকে চোখ রেখে পিট পিট করে দেখলে। কেমন যেন মায়া হল তার। তারপর নিজের মাথায় হাত দিলে। মাথায় ফুল দেখে অবাক হল। আনন্দে বুক ভরে গেল

ওমা! এযে গোলাপ রাঙা ফুল!
কেমন করে মাথায় এল?
দেখছি না তো ভুল!

অরুণ

বুড়ি মাগো তোমার মাথায়
আমরা দিলাম ফুল,
রঙিন তুলতুল!

বুড়ি

খুশি হয়ে অরুণ, বরুণ, কিরণমালার চিবুক ধরে চুমু খেলে

আহা রে! লক্ষ্মী সোনা ছেলে এ যে,
লক্ষ্মী সোনা মেয়ে
এমন সোনার কপাল জোড়া
আঁধার কেন ছেয়ে!

কিরণমালা

গলায় তার কান্নার সুর

বুড়ি মাগো বুড়ি মা,
আমরা জানি না,
কে আমাদের বাবা,
আর কে আমাদের মা।

অরুণ

তুমি দাও না বলে খোঁজ?

বুড়ি

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে না-জানার ভান করে চোখ টিপলে

আমি সে খোঁজ কেমন করে
জানব বাছা বল?
আমার কাছে আছে কী আর
বলে দেবার কল!

অরুণ

কিরণমালার হাতটি ধরে বুড়ির কাছে এগিয়ে গেল

বোনটি আমার দিনরাত্তির
কাঁদছে দেখ না!

কিরণমালা

চোখ কান্নার জলে টলটল করছে

দাও না বলে কোথায় বাবা,
কোথায় আমার মা?

বুড়ি

কিরণমালার চোখে জল দেখে মন ভিজে গেল

আহা! তোদের দেখে লাগছে বড় মায়া,
হচ্ছে মনে দূর করে দিই
কপাল জোড়া ছায়া!

একটু ভাবল যেন। তারপর কেমন জোর দিল গলায়

বেশ, বেশ, বেশ,
করছি এবার শেষ,
সব দুঃখের শেষ,
ভয় পেয়ো না যেন!

ঘুরে দাঁড়াল ঘরের দেওয়ালের দিকে, তারপর হাঁক দিল

আকুম বাকুম চ্যাপ্টা মাকুম কইরে,
কইরে আমার ফুসমন্তর যাদু,
নাক বোঁচকা, ঠোঁট চ্যাপ্টা খাঁদু!

সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের মত ঘরের দেওয়ালে দেখা গেল এক বিরাট, ভয়ঙ্কর রাক্ষসের মুখ। তার মুখ দিয়ে দাউ দাউ করে আগুন বেরুচ্ছে। তার আশেপাশে আরও রাক্ষস—তারা লাফালাফি করছে। আর দেখা গেল এক মস্ত কিম্ভূতকিমাকার বাড়ি। আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অরুণ, বরুণ, কিরণমালা ভয়ে চমকে উঠল। বুড়ি অরুণ, বরুণ, কিরণমালার কাছে এগিয়ে এসে বললে :

ঐ যে মায়াপুরী দেখতে পাচ্ছিস, ঐখানে যেতে হবে।

অরুণ

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে

কেমন করে যাব?

বুড়ি

প্রথমে বাঁদিক দিয়ে গিয়ে ডানদিকে। ডানদিক দিয়ে পিছন দিকে। তারপর সামনে। ওখানে গেলে এক মায়াপাখি দেখতে পাবি তাকে জিজ্ঞেস করবি—সে সব বলে দেবে। যা এক্ষুনি চলে যা।

অরুণ, বরুণ, কিরণমালা ভয়ে জড়ামড়ি করে চলে যাচ্ছিল, বুড়ির যেন কি মনে পড়ে গেল, তাই ডাকলে

এই শোন, শোন, শোন।

অরুণ, বরুণ, কিরণমালা দাঁড়াল

দেখিস, খুব সাবধান! এক ডাইনি আছে ওখানে। তার সামনে যেন যাস না। তার সামনে গেলে, সে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। ওখানে অপ্সরী আছে। তাদের দেখে ভুলিস না যেন, তাহলে রাক্ষস এসে গপ গপ করে গিলে খেয়ে ফেলবে। খুব সাবধান। যা, যা, এখন যা।

অরুণ, বরুণ, কিরণমালা এবারও চলে যাচ্ছিল। বুড়ি আবার ডাকলে

এই শোন, আর একটা কথা

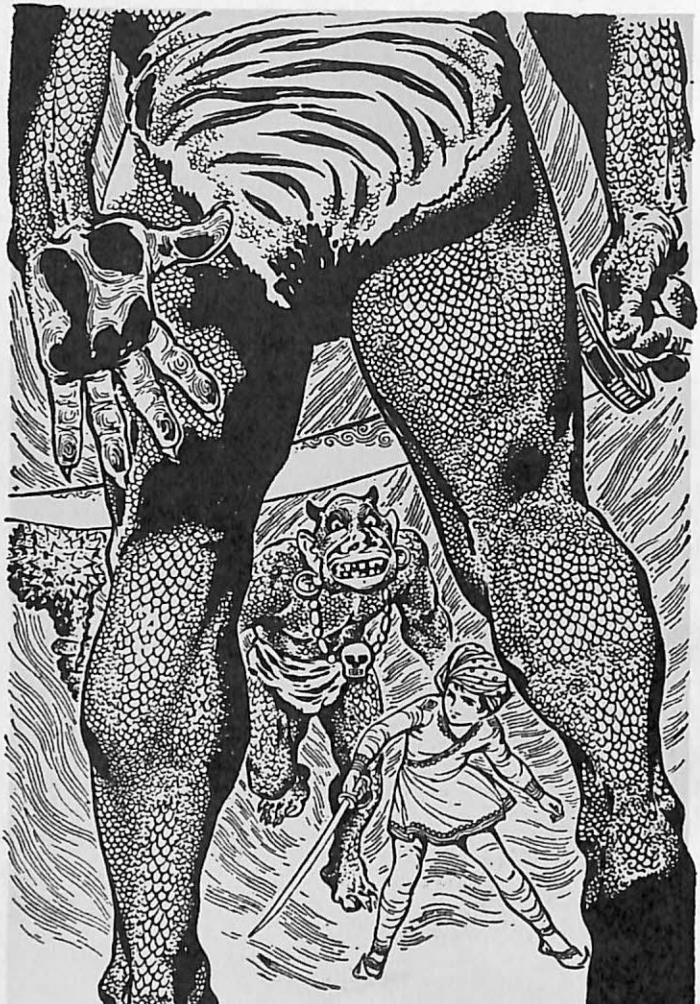
বুড়ির মাথায় কিরণমালা যে ফুলটা দিয়েছিল, সেইটা অরুণের হাতে দিলে

এই ফুলটা কাছে রাখবি, তাহলে কেউ তোদের গায়ে হাত দিতে পারবে না। নে। ধর।

বরুণ ফুলটা হাতে নিল।

যা, এবার যা। যা—ছোট—ছোট।

অরুণ, বরুণ, কিরণমালা তিনজনে হাত ধরাধরি করে ছুটল। আর বুড়িটা ছড়া কেটে কেটে, কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেল।



চার

মায়াপুরীর মায়া-কানন। গাছে গাছে লতায় পাতায় সাজানো। ডালে ডালে ফুলে ফুলে ভরানো। অবাক হয়ে দেখতে দেখতে অরুণ, বরুণ সেখানে এল। কেউ কোথাও নেই। কেমন থমথম করছে যেন সারা কানন। না একটি পাখি ডাকছে, না গাছের পাতা নড়ছে।

অরুণ

অবাক চোখে চারিদিক দেখতে দেখতে

বরুণভাই, এই বোধ হয় মায়াপুরীর মায়াকানন!

বরুণ

অরুণদাদা, কিরণমালা এদিকে না এসে ওদিকে কোথা গেল?

অরুণ

সোনার পাখির খোঁজ আনতে।

বরুণ

হঠাৎ একটা অদ্ভুত ধরনের ফুল দেখতে পেল

অরুণদাদা, দেখ দেখ কী সুন্দর ফুল ফুটেছে!

অরুণ, বরুণ, দুজনাই ছুটে গেল সেই ফুলটার দিকে। যেই হাত দিতে গেল ফুলের পাপড়িতে, অমনি ফুলের ভেতর থেকে অপ্সরী বেরিয়ে পড়ল। কী সুন্দর দেখতে তাদের! একবার চাইলে আর চোখ ফেরান যায় না। অরুণ বরুণ ভয়ে পালাতে গেল। পালাবে কোথায়? তাদের একেবারে সামনে আর একটা ফুল থেকে আর একজন অপ্সরী চটপট বেরিয়ে এল। এমনি করে পর পর পাঁচটা ফুল থেকে পাঁচজন অপ্সরী বেরিয়ে নাচ শুরু করে দিলে। প্রথমটা অরুণ, বরুণ ভয় পেলেও শেষে কিন্তু কেমন যেন অবাক হয়ে, তন্ময় হয়ে অপ্সরীদের নাচ দেখতে লাগল— চোখ আর ফেরাতে পারল না। সব ভুলে গেল। হঠাৎ হল কি—দেখা গেল মায়া-কাননে কেমন যেন গা-ছমছম অন্ধকার নেমে আসছে। অমনি অপ্সরীরা আবার টুপটুপ করে ফুলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ছে। আর সেই অন্ধকারে চোখ রাঙিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে, কাকের বাসার মত মাথার চুল ঝাঁকিয়ে, এক ডাইনি ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে দু হাত ছড়িয়ে একেবারে অরুণ, বরুণের সামনে। অরুণ, বরুণ পড়ি-মরি করে যেই পালাতে গেছে অমনি ডাইনিটা বিকট চিৎকার করে লাফাতে লাফাতে অরুণ, বরুণের মুখের কাছে হাত ছুঁড়ে যাদু করতে লাগল। অরুণ, বরুণ পালাতে গিয়েও পারল না। তাদের হাত পা যেন কেমন অবশ হয়ে আসছে। তারা দাঁড়াতে পারছে না। বসে পড়ল। তারা বসতেও পারছে না। শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর ডাইনিটা চিঁহিঁহিঁ করে হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে আবার ঝোপের মধ্যে ঝুপ করে লুকিয়ে পড়ল। আবার সব নিঃঝুম।

একটু পরেই কিরণমালা সেখানে এল। অরুণ, বরুণকে ঘুমুতে দেখে ভয় পেয়ে গেছে। গায়ে হাত দিয়ে ডাকল। সাড়া পেল না। তাদের ঘুমও ভাঙল না। কী করবে এখন? ভাবতে ভাবতে এদিক ওদিক দেখছে। দেখতে দেখতে সেই অপ্সরীদের ফুলের কাছে যেই এসেছে, অমনি এক-সঙ্গে সেই পাঁচটা ফুলের মধ্যে থেকে পাঁচটা রাক্ষস বেরিয়ে তেড়ে এল কিরণমালাকে। কিরণমালা প্রথমটা থমকে গেলেও ভয় পেল না। সাহস করে ঘুরে দাঁড়াল রাক্ষসদের সামনে। রাক্ষসেরা হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ করে, বিকট

চিৎকার সুরু করে নাচানাচি লাফালাফি লাগিয়ে দিলে। তাদের একজনের হাতে একটা তলোয়ার। নাচানাচি যখন করছে, কিরণমালা তক্কে-তক্কে ঐ একটা রাক্ষসের হাত থেকে তলোয়ারটা আচমকা চট করে কেড়ে নিয়ে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ লাগিয়ে দিলে। ভীষণ যুদ্ধ হল। কিরণমালা একে একে পাঁচটা রাক্ষসকে তলোয়ার দিয়ে কেটে মেরে ফেললে। মেরে হাঁপাতে-হাঁপাতে আবার অরুণ, বরুণকে ডাক দিল। তাদের ঘুম ভাঙল না। ঠিক তক্ষুনি একটা পাখি এল সেখানে। তার সারা দেহ সোনায়-সোনা। তাকে দেখে কিরণমালা প্রথমটা চোখ ফেরাতে পারে না। কথা বেরয় না। অবাক হয়ে দেখছে খালি। পাখি কিরণমালার দিকে চেয়ে মুচকি হাসল। কিরণ-মালার মনে সাহস এল।

কিরণমালা

সোনার পাখিভাই, বুড়ি মা যে পাখির কথা বলল—তুমিই কী সেই পাখি?

সোনার পাখি

মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে

হ্যাঁ, তোমার নাম বুঝি কিরণমালা?

কিরণমালা

অবাক হয়ে পাখির দিকে তাকাল

কেমন করে জানলে?

সোনার পাখি

আমি যে মায়াপুরীর পাখি? আমি জানব না?

কিরণমালা

অরুণ বরুণের কাছে ছুটে এল, গলা তার ভার হল

মায়াপুরীর পাখিভাই, আমার অরুণদাদা, বরুণদাদার কী হয়েছে বল না?

সোনার পাখি

না, না, কিচ্ছু হয়নি। ডাইনি বুড়িটা ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে গেছে।

কিরণমালা

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে

ঘুম কেমন করে ভাঙবে?

সোনার পাখি

ঐ গাছের নিচে একটা কমণ্ডলু দেখতে পাচ্ছ?

কিরণমালা

চোখ ঘুরিয়ে দেখতে পেল

হ্যাঁ হ্যাঁ!

সোনার পাখি

ঐটা নাও—নাও।

কিরণমালা আস্তে আস্তে গিয়ে কমণ্ডলু নিল

কমণ্ডলুর জল অরুণ, বরুণের গায়ে ছিটিয়ে দাও—দাও!

কিরণমালা জল ছিটিয়ে দিল অরুণ বরুণের গায়ে। অমনি সঙ্গে সঙ্গে অরুণ বরুণের ঘুম ভেঙে গেল। অবাক হয়ে উঠে বসল। তারপর উঠে দাঁড়াল তারা। কিরণমালাকে দেখে খুশি হয়ে জড়িয়ে ধরল।

কিরণমালা

আনন্দে নাচতে নাচতে পাখির কাছে এগিয়ে গেল

সোনার পাখি, লক্ষ্মী পাখি,
তুমিই নাকি জান,
কে আমাদের বাবা, আর কে আমাদের মা?

সোনার পাখি

অরুণ. বরুণ, কিরণমালা, তোমরা যখন এসেছ, আমায় ভালবেসেছ, তখন আমি তোমাদের সব বলে দেব। এখন আমায় তোমাদের বাড়িতে নিয়ে চল। তারপর যা করবার আমি করব।

কিরণমালা

সত্যি বলছ সোনার পাখিভাই, তুমি আমাদের বাড়ি যাবে?

সোনার পাখি

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

অরুণ, বরুণ, কিরণমালার মুখ খুশিতে উছলে গেল। তিনজনে আনন্দে নেচে উঠল।

তিনজনে

তাই ভাল, এই ভাল, সেই ভাল বেশ,
চল ভাই, বেশ ভাই ফিরে যাই দেশ।

পাখিকে নিয়ে অরুণ, বরুণ, কিরণমালা নাচতে নাচতে মায়াকানন ছেড়ে চলে গেল।

পাঁচ

সন্ধ্যার চাঁদ উঠেছে। তারা ফুটেছে আকাশে। আকাশের নিচে ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘর। কুঁড়ের পাশ দিয়ে একটি নদী এঁকে-বেঁকে বয়ে যাচ্ছে। নদীর জলে চাঁদের আলো পড়েছে। ঢেউ নাচছে চাঁদের আলোয়। অরুণ বরুণ কিরণমালাকে নিয়ে সোনার পাখি এখানে এল। দাঁড়াল।

সোনার পাখি

অরুণ, বরুণ, কিরণমালা!

তিনজনে

কেন ভাই সোনার পাখি?

সোনার পাখি

ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটা দেখিয়ে

ঐ যে দূরে ছোট্ট নদী দেখছ, নদীর ধারে ছোট্ট কুঁড়ে দেখছ—ঐখানে তোমাদের মা আছেন।

কিরণমালা

চোখ দুটি খুশিতে চকচক করে উঠল, ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেল।

মা? আমাদের মা? সত্যি বলছ পাখিভাই? তা হলে মাকে আনতে যাই!

সোনার পাখি

চট করে কিরণমালার পথ আগলে দাঁড়াল

না, না। এখন না। এখনও অনেক কাজ বাকি।

কিরণমালা

খুশিমাখা চোখ দুটি হঠাৎ যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল

আবার কী কাজ?

সোনার পাখি

আগে রাজার কাছে যেতে হবে। চল রাজবাড়ি যাই।

অরুণ

অবাক হয়ে গেল

রাজার কাছে?

বরুণ

রাজবাড়ি? আমাদের ঢুকতে দেবে কেন?

সোনার পাখি

আমার সঙ্গে যাবে। কে ঢুকতে দেবে না?

কিরণমালা

কেন যাব ভাই রাজার কাছে?

সোনার পাখি

সব কেন কী আগে বলা যায়?

তিনজনে

খুশিতে নেচে উঠল

তাই ভাল, সেই ভাল
এই ভাল ভাই,
চল ভাই, বেশ ভাই
রাজবাড়ি যাই।

পাখির সঙ্গে নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল।

ছয়

রাজবাড়ি। রাজবাড়ির সোনার চূড়া আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। রাজবাড়ির মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলো সোনার চূড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। চূড়ায় চূড়ায় আলোয় আলোয় ঝিকিমিকি। সোনার পাখি অরুণ, বরুণ, কিরণমালাকে সঙ্গে নিয়ে রাজবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। অরুণ, বরুণ, কিরণমালার রাজবাড়ি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। অবাক হয়ে চেয়ে রইল সেই দিকে।

সোনার পাখি

ঐ দেখ রাজবাড়ি।

কিরণমালা

চোখে তার অবাক চাউনি

কী করব এবার ?

সোনার পাখি

আমি এখানে লুকিয়ে থাকি, তোমরা রাজবাড়ির ভেতরে যাও।

অরুণ

আমরা ? একা একা ? কেমন করে যাব ?

সোনার পাখি

সিধে ঐ সিংদরজা দিয়ে চলে যাবে।

কিরণমালা

গিয়ে কী করব ?

সোনার পাখি

সোজা রাজার কাছে যাবে।

তিনজনে

রাজার কাছে গিয়ে?

সোনার পাখি

রাজাকে নেমন্তন্ন করে আসবে। বলবে কাল তোমাদের বাড়িতে তাঁর নেমন্তন্ন।

অরুণ

রাজা কখনও আমাদের বাড়িতে আসেন ?

বরুণ

ছোট্ট কুঁড়ে ঘর আমাদের!

কিরণমালা

বসতে দেব কোথায় ? লজ্জা করবে না ?

সোনার পাখি

লজ্জা কিসের? মনে আছে একদিন তিনি তোমাদের ফুলের বনে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন? তোমরা সেবা করে ভাল করেছিলে?

বরুণ

অবাক হয়ে গেল

তুমি কেমন করে জানলে?

সোনার পাখি

আমি জানি। আমি যে মায়াপুরীর পাখি!

তিনজনে

হাত ধরাধরি করে রাজবাড়ির সিংদরজায় ঢুকতে ঢুকতে বলতে লাগল।

তাই ভাল, এই ভাল
সেই ভাল ভাই,
রাজাকে নিমন্ত্রণ
করে আসি তাই!

পাখি লুকিয়ে রইল সিংদরজার বাইরে। ওরা হারিয়ে গেল রাজবাড়ির ভেতরে।

সাত

অরুণ, বরুণ, কিরণমালার কুটিরের ছোট্ট ঘর। তকতকে ঝকঝকে সাজানো। দেওয়ালের গায়ে গায়ে ছবি। কোনটা পাখি, কোনটা হরিণ, হাতির মা আর তার ছেলে। আলপনা। লতাপাতা। মধ্যে একটি সুন্দর আসন পাতা। তার সামনে খাবার। কত রকমের খাবার ভারে ভারে থালায় থালায় সাজানো। অরুণ, বরুণ, কিরণমালা পথ দেখিয়ে রাজাকে সেখানে নিয়ে এল। রাজা আসনে বসলেন। থালায় থালায় নানান রকম খাবার দেখে অবাক চোখে চাইলেন। তারপর খাবারে হাত দিয়ে মুখে তুলতে গিয়ে চমকে গেলেন। আর ঠিক সেই সময় সোনার পাখি অন্যদিক দিয়ে চুপি-সারে এসে রাজার পিছনে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা

খাবার হাতে নিয়ে অবাক চোখে দেখলেন

একি! খাবার যে সব মোহরের!

সোনার পাখি

পেছনে লুকিয়ে চোখ টিপে-টিপে হাসতে লাগল

তাতে কী?

রাজা

আপন মনেই বলে গেলেন

কেমন করে খাব?

সোনার পাখি

তেমনিভাবে রাজার চোখের আড়ালেই রইল

কেন খাওয়া যাবে না? ও তো পায়েস, পিঠা, ক্ষীর!

রাজা

অরুণ, বরুণ, কিরণমালাকে কথা বলতে না দেখে, অথচ কে কথা বলছে বুঝতে না পেরে চমকে এদিক ওদিক চাইলেন।

কে কথা বলে?

সোনার পাখি

এই তো আমি। পিছনদিকে ফিরে চান।

রাজা

সোনার পাখিকে দেখলেন, আরও অবাক হয়ে গেলেন

পাখি! পাখি কথা বলে কেমন করে?

সোনার পাখি

মায়ায়!

রাজা

মায়ায়! মোহরের পায়েস, মোতির পিঠা, মুক্তার মিঠাই মানুষ কেমন করে খাবে?

সোনার পাখি

রাজামশাই, এ যদি খাওয়া না যায় তো, মানুষের পেটে কুকুরের ছানা, বেড়ালের ছানা, কাঠপুতলি জন্ম নেয়, একথা ভাবা যায় কী করে?

রাজা

আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন

মানে! তুমি কী বলতে চাও?

সোনার পাখি

বলতে কিছুই চাই না। তবে কী জানেন, রাজা হয়ে, অন্যের কথা শুনে, আপনি যে এত বড় একটা ভুল কাজ করে বসবেন— এইটাই আশ্চর্য!

রাজা

ভুল! আমি ভুল করেছি! কক্ষনো না।

সোনার পাখি

করেছেন রাজামশাই, করেছেন। শুনবেন তা হলে? অরুণ, বরুণ, কিরণমালা আপনার ছেলেমেয়ে!

রাজা

অত্যন্ত অবাক হয়ে তাকালেন অরুণ, বরুণ, কিরণমালার দিকে

আমার ছেলেমেয়ে!

সোনার পাখি

হ্যাঁ, আপনার ছেলেমেয়ে। আচ্ছা রাজামশাই, মনে পড়ে রানী-মায়ের বোনেদের কথা?

রাজা

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

সোনার পাখি

মনে পড়ে পর পর সেই তিনটি বছরের কথা? সে এক বছর রাজবাড়িতে আনন্দের হাট লেগেছে। রানীর ছেলে হয়েছে। ওমা হঠাৎ রানীর এক বোন এসে বললে, রানীর পেটে কুকুর-ছানা হয়েছে! আর এক বছর কেটে গেল। সে বছর আবার আনন্দের বান বইছে রাজবাড়িতে। রানীর আবার ছেলে হয়েছে। সে বছর রানীর আর এক বোন এসে বললে, ছেলে নয়, রানীর পেটে বেড়ালছানা হয়েছে। আর সেই শেষ বছর, আর এক বোন বললে, রানীর পেটে কাঠের পুতুল জন্মেছে। রাজামশাই, এই রানীর বোনেরা ছিল ভীষণ হিংসুটে। কুকুর-ছানা, বেড়ালছানা নয় রাজামশাই, সেদিন রানীর পেটে অরুণ,

বরুণ, কিরণমালা জন্মেছিল। রানীর বোনেরা হিংসেয় ফেটে পড়ে আপনার এই সোনার টুকরো ছেলেমেয়েদের নদীর জলে ভাসিয়ে দিল আর রানীর নামে গঞ্জনা দিয়ে বেড়ালো। আপনিও তাদের কথায় রানীকে নির্বাসন দিলেন।

রাজা

কী বলছ তুমি পাখি?

সোনার পাখি

ঠিক বলছি আমি, রাজা!

রাজা

সঙ্গে সঙ্গে অরুণ, বরুণ, কিরণমালাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন

তোরা আমার ছেলেমেয়ে!

তিনজনে

রাজার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল

বাবা!

রাজা

হায়! কোথায় আমার সেই দুঃখিনী রানী! আজ যদি থাকত সে!

কিরণমালা

রাজার হাত ধরে দেখাল

বাবা, বাবা, বাবা,
ঐ যে অনেক দূরে,
ছোট্ট নদী এঁকে বেঁকে
যেথায় গেছে ঘুরে,
ঐ খানেতে ঐ দেখ-না
ছোট্ট মত কুঁড়ে,
মা থাকে যে সেথা!
আগে জানতো কে তা!

রাজা

সত্যি নাকি তাই,
আমি কী করেছি হায়!
সোনায় গড়া চৌদোলাতে
আনতে তাকে যাই।

রাজা চলে গেলেন। রাজা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল টুই-টুই—লাল মনুয়ার ডাক। লাল মনুয়া ডানা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে হাসতে সেখানে এল।

তিনজনে

আনন্দে ছুটে গেল

লাল মনুয়া!

লাল মনুয়া

কিরণমালা বোন
লক্ষ্মী সোনা ধন
বাবা মাকে খুঁজে পেলে
আনন্দ আজ কার—
আমার! আমার! আমার!

নেচে উঠল লাল মনুয়া। সঙ্গে সঙ্গে নাচল সোনার পাখি, অরুণ, বরুণ, কিরণমালা। নাচতে নাচতে তাদের ছোট্ট কুটিরের ছোট্ট ঘর আনন্দে ভরে গেল। এমন সময় রাজা রানীর হাত ধরে সেখানে এলেন। নাচতে নাচতে সক্কলে তাদের ঘিরে ধরল। ছোট্ট কুটিরের ছোট্ট ঘর আলোয়-আলো হয়ে গেল।

শেষ

৫৪